দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 MAR 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

স্মারকলিপি পেশ

উইলস লিটল স্কুলের নামে স্থায়ীভাবে জমি বরাদ্দের আবেদন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুলের বিভিন্ন কমিটির নেতৃবৃন্দ গতকাল মঙ্গলবার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবীনামা সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছেন। এ স্মারকলিপিতে নেতৃবৃন্দ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ৮৫ নম্বর কাকরাইলে অবস্থিত ১.৬০ একর জমি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের জন্যে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

এ স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, এ বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকার অনুমোদিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত একটি কল্যাণধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির কারণে জনগণের শিক্ষার চাহিদা মিটানোর জন্যে পর্যাপ্ত স্থান না

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকা সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে প্রভাতী ও দিবা শাখায় মোট ৪,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ঢাকার নগরবাসীর মানবিক চাহিদা পূরণ করতে স্কুলে একটি মানসিক প্রতিবন্ধী শাখাও গত ১২ বছর যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে ১৩১ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকা কার্যরত আছেন। যাদের মধ্যে পাঁচজন ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

১৯৬৬ সালে মিসেস জোসেফাইন উইলস এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী মিঃ ডি আর উইলস স্কুলটিকে একটি স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ৬-১০-৭৪ ইং তারিখ একখন্ড জমি রেজেস্ট্রী মূলে স্কুলের বরাবরে দান করেন এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে তার বিক্রি সম্পত্তি উইল করে যান। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ৮৫ নম্বর কাকরাইলে অবস্থিত সমস্ত সম্পত্তি স্কুলের অনুকূলে রিকুইজিশন করেন। সম্পত্তির একজন অংশীদার মিসেস উইনিফ্রেড রুবী সরকারের রিকুইজিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ উক্ত রিকুইজিশন বৈধ ও জনস্বার্থে করা হয়েছে বলে ২৪-২-৮২ ইং তারিখে রায় প্রদান করে রিকুইজিশন বহাল রাখেন। আপনিও উক্ত মহামান্য বিচারক মন্ডলীর একজন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ বাস্তবায়নে স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতিবন্ধকতার কারণে অদ্যাবধি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত হয়নি। স্কুলের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের অপরিহার্য কারণে উক্ত ১.৬০ একর (কম-বেশী) ভূমির সম্পূর্ণভাবে এ বিদ্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণ করা একান্ত অবশ্যক। বর্তমানে একটি শক্তিশালী নেপথ্যচারী মহলের অদৃশ্য হস্তক্ষেপের দরুন স্কুলের অনকূলে স্থায়ী অধিগ্রহণ চূড়ান্তকরণ নানান অজুহাতে বিলম্বিত হচ্ছে। অবশেষে অজ্ঞাত কারণে স্কুলের প্রধান দ্বিতল ভবনটি সমেত দক্ষিণ দিক হতে প্রধান সড়ক সংলগ্ন ৬৩ ½ শতাংশ ভূমি মালিক পক্ষের অনুকূলে ১৬-১০-৮৫ ইং তারিখ সরকার বাহাদুর অবমুক্ত করেন। এ পদক্ষেপ জনস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চতুর্থ জজ সহকারী আদালত, ঢাকায় সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা বিষয়ে দুটি মামলা বিচারাধীন থাকায় অদ্যাবধি নির্ধারিত হয়নি। এমতাবস্থায় ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে আইন সম্মত তদন্ত না করে ঢাকার এল-এ অফিস ২৬-১২-৮৫ ইং তারিখ নোটিশ প্রদান করেন। ভূমির ডি-রিকুইজিশন বলবৎ করতে হলে ১৯৪৮ সালের ১৩ নম্বর আইনের ৮ ধারা ও উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার ১০ নম্বর বিধি অনুসরন করতে হবে। ১৯৮৬ সালে ঢাকার জেলা প্রশাসন জমির দখর বুঝে নিতে আসলে স্কুলের ৪,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বাধা প্রদান করেন এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ১৮-১-৮৬ ইং তারিখ স্কুল পরিদর্শন করেন। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মাবেশে তিনি ঘোষণা দেন, "স্কুলের জমি স্কুলেরই থাকবে।" এর পর হতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণ করে স্কুলের জন্য বরাদ্দের দেন-দরবার করতে থাকেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

ইতিমধ্যে জনৈক মোশায়েদ আলী গং সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট মামলা দায়ের করেন। গত ১০-১২-৯০ ইং তারিখ উক্ত রীট মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন ১৩-১২-৯০ ইং তারিখ রীট মামলায় রুল চূড়ান্ত করে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকার আপীল বিভাগে লিভ পিটিশন দায়ের করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি ৬-৩-৯১ তারিখ নাকচ হয়।

এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ লতিফ হোসেন, মুহাম্মদ শাহ আলম, সৈয়দ মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম, সৈয়দ হাসান ইমাম, সৈয়দ শওকত আনোয়ার, মফিজুর রহমান, ফেরদৌস আরা ও মোহাম্মদ শফিউল্লাহ মিয়া।